বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

www.ecs.gov.bd

স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের জন্য নীতিমালা ও আচরণ বিধি

ভূমিকা ঃ

অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সকল নির্বাচনে স্বচ্ছতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও পক্ষপাতহীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ ও মোতায়েনের জন্য এই নীতিমালা জারী করিল- যাহা "স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক নীতিমালা" বা সংক্ষেপে "পর্যবেক্ষক নীতিমালা" নামে অভিহিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ১

সংজ্ঞা ঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই নীতিমালায় -

ক. "কমিশন" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন;

খ. "নির্বাচন প্রক্রিয়া" অর্থ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সকল দিক এবং ভোটার রেজিষ্ট্রেশন, প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনী প্রচার, ভোটগ্রহণ, গণনা, ফলাফল ঘোষণা এবং অভিযোগ প্রক্রিয়াকরণসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াদি ;

গ. "পর্যবেক্ষক" অর্থ কোন পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধি বা নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি; এবং

ঘ. "পর্যবেক্ষক সংস্থা" অর্থ কোন সংস্থা যাহা বাংলাদেশের কোন আইনের অধীনে নিবন্ধিত এবং কমিশন হইতে পর্যবেক্ষণের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত। অন্যান্য বিষয়ের সাথে যখন নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য দুই বা ততোধিক সংস্থা একটি গ্রুপ কিংবা পার্টনারশীপ গঠন করে, তখন এই পর্যবেক্ষণ নীতিমালার আওতায় ঐ সমস্ত গ্রুপ বা পার্টনারশীপকে একক সংস্থা হিসাবে গণ্য করা হইবে।

অনুচ্ছেদ ২

নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য ঃ

কমিশন মূলত দুইটি কারণে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বিষয় উৎসাহিত করিয়া থাকেঃ (১) কতটা সুষ্ঠু ও অবাধভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এইসব নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হইয়া থাকিলে সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং (২) নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন নির্বাচনী উপকরণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যেন ভবিষ্যতে চিহ্নিত ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ সংশোধন করা যায়। নির্বাচনী পরিবেশ এবং এর ব্যবস্থাপনাসহ সমগ্র নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই দেখা ও তথ্য সংগ্রহ করা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের মূল কাজ। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার গুণগত মান ও যথার্থতা সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রতিবেদন তৈরীর মধ্যেই পর্যবেক্ষণের সফলতা নিহিত।

নির্বাচন পরিচালনার বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নির্বাচন কমিশনকে সরবরাহের জন্য স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কোন নির্বাচনের বিশেষ ফলাফলের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়; ইহা শুধুমাত্র নির্বাচনের ফলাফলের বিষয়ে সঠিক ও সততার সাথে স্বচ্ছ ও সময়ানুযায়ী রির্পোট প্রদানের সহিত সম্পৃক্ত। নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রদান ছাড়াও নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা সম্পর্কে ভোটারদের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করে।

অনুচ্ছেদ ৩

নিবন্ধন প্রক্রিয়া ঃ

নির্বাচন কমিশনের সহিত পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যাদি নিম্নোক্তভাবে সম্পন্ন করা হইবে ঃ

ক. পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধনের বিজ্ঞপ্তি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে। গণ-বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পর্যবেক্ষণে ইচ্ছুক সংস্থাকে নির্ধারিত ফরম EO-1 এ আবেদনপত্র কমিশন সচিবালয়ে জমা দিতে হইবে। নির্ধারিত ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদি যথাযথ পূরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ পূর্নাঙ্গ আবেদন জমা দিতে হইবে।

খ. কমিশন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী এইসব আবেদনপত্রের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করিয়া প্রাথমিকভাবে নিবন্ধনের উপযুক্ত মনে করিলে দৈনিক পত্রিকায় গণ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের অনাপত্তি সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

গ. নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন বা আছেন কিংবা নিবন্ধনের জন্য প্রার্থিত সময়ের মধ্যে কোন নির্বাচনের প্রার্থী হইতে আগ্রহী এইরূপ কোন ব্যক্তি যদি পর্যবেক্ষণের জন্য আবেদনকারী কোন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কিংবা পরিচালনা পর্ষদের বা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, উহা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, হইয়া থাকেন তাহা হইলে উক্ত সংস্থাকে নিবন্ধিত করা হইবে না।

ঘ. গণ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর কোন আপত্তি না পাওয়া গেলে কমিশন আপত্তি প্রদানের শেষ তারিখের দুই কার্যদিবসের মধ্যে নিবন্ধন সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আবেদনকারী সংস্থাকে অবহিত করিবে।

ঙ. গণ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর কোন আপত্তি পাওয়া গেলে, তাহা উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে কমিশনে শুনানীর ব্যবস্থা করা হইবে এবং শুনানীর ফলাফল অনুযায়ী কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

চ. প্রতিটি সংস্থার নিবন্ধন অনুমোদনের তারিখ হইতে উহার কার্যকারিতা এক বৎসরের জন্য বহাল থাকিবে যদি না উহা তৎপূর্বেই বাতিল করা হয়।

অনুচ্ছেদ ৪

নিবন্ধন বাতিল ঃ

নিবন্ধিত কোন পর্যবেক্ষণ সংস্থার বিরুদ্ধে ঐ সমস্ত সংস্থার জন্য পালনীয় আচরণ বিধির কোন ধারা লংঘনের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে ঐ সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হইবে। এই প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে কমিশন পর্যবেক্ষক সংস্থাটিকে উহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়সহ একটি লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবে। অভিযোগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির পাঁচ দিনের মধ্যে পর্যবেক্ষক সংস্থাটি কমিশনের কাছে শুনানীর জন্য আবেদন করিতে পারিবে। কমিশন শুনানীর পর সাত দিনের মধ্যে লিখিতভাবে এই বিষয়ে উহার সিদ্ধান্ত সংস্থাটিকে অবহিত করিবে। পর্যবেক্ষক সংস্থা শুনানীকালে আইনজীবি নিয়োগ এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তথ্য প্রমাণাদি উপস্থাপনের সুযোগ পাইবে।

অনুচ্ছেদ ৫

পর্যবেক্ষক সংস্থার দায়িত্ব ঃ

৫.১ পর্যবেক্ষক সংস্থা নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করিবে ঃ

ক. নির্বাচনের সময়সূচী জারীর এক সপ্তাহের মধ্যেই সংস্থার জন্য নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকায় মোতায়েনের জন্য পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রস্তুত করা এবং যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেয়া;

খ. এমন একটি পর্যবেক্ষক মোতায়েন (deployment) পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যাহাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পূর্ণ উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা/সংসদীয় এলাকা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় ;

গ. নিয়োগকৃত পর্যবেক্ষকদের তথ্যাবলী ফরম EO-2 তে সংরক্ষণ এবং প্রত্যেক পর্যবেক্ষককে কোন ভোটকেন্দ্রে মোতায়েন করা হইবে উহার কেন্দ্রওয়ারী তালিকা প্রস্তুত করা;

ঘ. প্রতিটি পর্যবেক্ষককে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাহাদের কর্মদক্ষতা মনিটর করা;

ঙ. প্রত্যেক পর্যবেক্ষক তাহার উপর আরোপিত দায়িত্ব যাহাতে বস্তুনিষ্ঠ ও পেশাগত দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ ;

চ. পর্যবেক্ষকগণ যাহাতে আচরণ বিধি অনুসরণ করেন সে জন্য প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের কার্যাবলী মনিটরিং করা; কোন পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে আচরণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হইলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা তাহা দ্রুত তদন্ত করিয়া দেখিবে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে উক্ত সংস্থা তাহাকে পর্যবেক্ষণ মিশন হইতে প্রত্যাহার বা বহিষ্কার করিবে।

ছ. পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ফরম EO-4 এ নির্বাচন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি সামগ্রিক চিত্র তুলিয়া ধরিয়া ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়া আরও কিভাবে উন্নততর করা যায় তৎসম্পর্কিত সুপারিশমালা কমিশনে প্রেরণ করিবে; তবে এই রিপোর্ট প্রণয়ন কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক সংস্থার নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অন্যান্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে কোন বাধা হইবে না।

অনুচ্ছেদ ৬

পর্যবেক্ষকের যোগ্যতা ঃ

৬.১ পর্যবেক্ষক হিসাবে বিবেচনার জন্য প্রার্থীদের নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকিতে হইবে ঃ

ক. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে;

খ. বয়স ২৫ (পঁচিশ) বা তদূর্ধ্ব হইতে হইবে;

গ. ন্যূনতম এস,এস,সি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে;

ঘ. নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য থাকিতে পারিবে না;

ঙ. কোন অনুমোদিত পর্যবেক্ষক সংস্থা কর্তৃক মনোনীত হইতে হইবে;

চ. নির্বাচন পর্যবেক্ষণ অঙ্গীকারনামা EO-3 স্বাক্ষর এবং পর্যবেক্ষকদের জন্য আচরণ বিধি এবং সংশ্লিষ্ট আইন মানিয়া চলিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ৭

পর্যবেক্ষক মোতায়েন ঃ

৭.১ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের একক ইউনিট হইবে উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা অথবা সংসদীয় নির্বাচনী এলাকা এবং ইহার ভিত্তিতেই পর্যবেক্ষক নিয়োগের মাত্রা (Scale) নির্ধারিত হইবে।

৭.২ শুধুমাত্র পর্যবেক্ষক সংস্থার পর্যবেক্ষকগণই নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন।

৭.৩ দুই এর অধিক সংস্থাকে কোন একক ইউনিটে পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেওয়া হইবে না ।

৭.৪ প্রত্যেক পর্যবেক্ষক সংস্থা উহার নির্ধারিত ইউনিটের প্রতি বুথে, ভোট কেন্দ্রের প্রতি গণনার কক্ষে এবং রিটার্নিং অফিসারের দপ্তরে ফলাফল একীভূতকরণের সময় একজন করিয়া পর্যবেক্ষক পাঠাইতে পারিবে।

৭.৫ ইহা ছাড়া প্রত্যেক পর্যবেক্ষক সংস্থা ভোটগ্রহণকালীন সময়ে প্রতি দলে পাঁচ জন করিয়া দুইটি ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষক দল নিয়োগ করিতে পারিবে।

৭.৬ ভোট গণনা এবং ফলাফল একীভূত করার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য যাহাদের দায়িত্ব দেওয়া হইবে তাহাদের নাম পূর্বাহ্নেই প্রিজাইডিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিতে হইবে। ভোট গণনা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পর্যবেক্ষক ভোট গণনা কক্ষ ত্যাগ করিতে পারিবেন না। ত্যাগ করিলে তাহাকে পুনঃপ্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

৭.৭ রিটার্নিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক পর্যবেক্ষকদের তালিকা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন পর্যবেক্ষকের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে অভিযোগ দাখিল করিলে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণ সংস্থাকে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং ঐ পর্যবেক্ষককে প্রতিস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।

৭.৮ শুধুমাত্র কমিশন পর্যবেক্ষক পরিচিতিমূলক কার্ড প্রদান করিতে পারিবে। রিটার্নিং অফিসারদের চাহিদামত নির্বাচনের পূর্বেই তাহাদের নিকট প্রয়োজনীয় সংখ্যক শূন্য কার্ড প্রেরণ করা হইবে। পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সম্পূর্ণ সময় পর্যবেক্ষক পরিচিতি কার্ড এমনভাবে ঝুলাইয়া রাখিবেন যাহাতে উহা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়।

৭.৯ প্রত্যেক পর্যবেক্ষককে নির্বাচনী আইন, বিধি-বিধান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হইতে হইবে এবং নিয়োগকারী সংস্থার পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার ব্রিফিং ও প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

৭.১০ পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় অবশ্যই ভোটারের ভোট প্রদানের অধিকারের প্রতি এবং দক্ষ ও ফলপ্রসূভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের কাজের বিষয়ে মনোযোগী থাকিবেন। পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোন ধরণের হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। যেখানে অবস্থান করিলে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোন বাধার সৃষ্টি হইবে না ভোটকেন্দ্রের ভিতর এমন কোন জায়গায় পর্যবেক্ষকদের বসার ব্যবস্থা করা হইবে।

৭.১১ কোন অবস্থাতেই কোন পর্যবেক্ষক ভোট প্রদানের স্থান (marking place)-এ প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

৭.১২ প্রত্যেক পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষণের কাজে স্বার্থের সংঘাত কিংবা অন্য পর্যবেক্ষক সংস্থার পর্যবেক্ষকের অসঙ্গত আচরণ সম্পর্কে তাহার নিয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করিবেন।

অনুচ্ছেদ ৮

প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিধান ঃ

ভোটগ্রহণ শেষ হইবার এক মাসের মধ্যে পর্যবেক্ষক সংস্থা পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের ফরম EO-4 ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি সামগ্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে। ঐ প্রতিবেদনে ভবিষ্যতে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা আরও কিভাবে উন্নত করা যায় তৎসম্পর্কিত সুপারিশামালা থাকিবে। তবে এই প্রতিবেদনের কারণে সংশ্লিষ্ট সংস্থা উহার নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অন্যান্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে কোনভাবেই বাধাগ্রস্ত হইবে না।

স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের আচরণ বিধিমালা

(Code of Conduct for Domestic Observers)

১। স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং সততার সাথে নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা, বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা সমর্থন করা, দায়িত্ব পালনে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য সম-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই এই আচরণ বিধিমালার উদ্দেশ্য।

২। এই আচরণ বিধিমালা নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য কমিশন অনুমোদিত সকল পর্যবেক্ষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

৩। অনুমোদনপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষকগণ পর্যবেক্ষণকালে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করিবেন ঃ

ক. গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তার লক্ষ্যে সংবিধান, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণ এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে তাহা প্রতিপালনের আহ্বান;

খ. কমিশনের এবং সকল স্তরের নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের ভূমিকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং নির্বাচন প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকা;

গ. প্রিজাইডিং অফিসার বা অন্যান্য নির্বাচনী কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রকার নির্বাচনী উপকরণ স্পর্শ বা অপসারণ করা হইতে বিরত থাকা;

ঘ. নির্বাচনী প্রক্রিয়ার যে কোন বিষয় পর্যবেক্ষণের সময় কঠোর পক্ষপাতহীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং এমন কোন আচরণ প্রদর্শন না করা যাহাতে কোন পর্যবেক্ষক কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা প্রার্থীর সমর্থক হিসাবে চিহ্নিত হন ;

ঙ. নির্বাচনে প্রার্থী বা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে পরিচয় বা চিহ্ন বহনকারী কোন কিছু পরিধান, পরিবহন অথবা প্রদর্শন করা হইতে বিরত থাকা ;

চ. কমিশন বা এর অধীন যে কোন কর্তৃপক্ষের আইনগত আদেশ মান্য করা। ইহা ছাড়াও নির্বাচন কেন্দ্র বা যেখানে নির্বাচনের কার্যাবলী করা হইতেছে, সেই সমস্ত স্থান পরিত্যাগের জন্য রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার বা নির্বাচন পরিচালনার সহিত যুক্ত কমিশনের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির আদেশ মান্য করা;

ছ. কোন রাজনৈতিক দল , প্রার্থী, তাহার এজেন্ট, নির্বাচনের সাথে জড়িত কোন সংস্থা অথবা ব্যক্তির নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ বা ক্রয়ের চেষ্টা, সুবিধা গ্রহণ বা গ্রহণ উৎসাহিত করা হইতে বিরত থাকা;

জ. নির্বাচনে সংঘটিত অনিয়ম সম্পর্কে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ; এবং

ঝ. পর্যবেক্ষণের বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরীর পূর্বে পর্যবেক্ষকগণ কর্তৃক তাহাদের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে জনগণ, প্রার্থী, রাজনৈতিক দল বা মিডিয়ার সম্মুখে কোন ব্যক্তিগত মতামত প্রদান হইতে বিরত থাকা।

-০- .